বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও কোভিড-১৯

কোভিড-১৯ মহামারী: ক্ষুদ্র-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি মোকাবিলা সক্ষমতা প্রমাণের সময়

সংক্ষিপ্ত গবেষণা প্রতিবেদন- ২

সেপ্টেম্বর ২০২০

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)

কোভিড-১৯ মহামারী: ক্ষুদ্র-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি মোকাবিলা সক্ষমতা প্রমাণের সময়

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো (এমএফআই) অতীতে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় অসামান্য সক্ষমতা দেখিয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। লকডাউনের প্রভাবে বর্হিবিশ্বে পণ্যের চাহিদার হ্রাস, দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্ন, ভোক্তা এবং ব্যবসায়িক পরিবেশে বিরূপ প্রভাব, চাকরিচ্যুতি ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, বৈষম্য, দারিদ্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তা বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর মারাত্বক বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে।

এটা অনস্বীকার্য যে, সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে দিনমজুর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যারা দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বাধার কারণে দেশের বেশিরভাগ পরিবারের আয় কমে গিয়েছে, বিশেষত, দরিদ্র পরিবারগুলোর যারা অপ্রাতিষ্ঠানিক অ-কৃষিকাজ (যেমন নির্মাণকাজ এবং গ্রামীণ অ-কৃষি খাত) এর উপর নির্ভরশীল। এই পরিবারগুলোর বেশীরভাগই তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য এমএফআইগুলোর ঋণ ও অন্যান্য কর্মসূচি থেকে সহায়তা লাভ করে।

কোভিড-১৯ এর ক্ষেত্রে এমএফআইগুলোর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা। আগামী দিনগুলোতে ঠিক কতসময়, কত শক্তিশালীভাবে কোভিড-১৯ এর সংকট অব্যাহত থাকবে তা অনেকটাই অজানা যার ফলে ভবিষ্যত কার্যক্রম নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, বিশেষত এমএফআইগুলোর জন্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব থেকে উত্তরণের জন্য এমএফআইগুলো কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে পারে।

ঝুঁকি মোকাবিলা সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ কৌশলগত বিবেচনা

- এমএফআইগুলোর জন্য নগদ অর্থ প্রবাহের অন্যতম নির্ভরযোগ্য উৎস হচ্ছে ঋণ পরিশোধ (repayment of loan)। এরপরই রয়েছে ঋণগ্রহীতার সঞ্চয়, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ। অন্যদিকে অর্থের প্রধান প্রধান ব্যয়ের খাত হচ্ছে, ঋণ বিতরণ, ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ, কর্মীদের বেতন প্রদান এবং অফিস ও অন্যান্য ব্যয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে ঋণ পরিশোধের মত গুরুত্বপূর্ণ উৎসটি সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ব্যাংকগুলোও এমএফআইগুলোকে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে একটা "wait and watch mode"-এ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

- অতীতে ক্ষুদ্র-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ঋণ পরিশোধের হার তুলনামূলকভাবে দ্রুত গতিতে (কয়েক মাসের মধ্যে) পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল। বর্তমানেও এটা করা সম্ভব হতে পারে, যেমন ক্ষুদ্র-অর্থায়ন ঋণ আরো ভালোভাবে তদারকি করা বিশেষ করে অর্থায়নের পর উৎপাদনশীল কার্যক্রম শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে। এক্ষেত্রে কয়েক মাসের জন্য নতুন ঋণ বিতরণ কার্যক্রম যথাসম্ভব সীমিত করে তহবিল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে যা এমএফআইগুলোর নগদ অর্থপ্রবাহ সঠিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

- অন্যদিকে, এমএফআইগুলোকে কর্মীদের বেতন, অফিস ব্যয়, ঋণদাতাদের ঋণের কিস্তি এবং অন্যান্য নিয়মিত ব্যয় বহন করতে হচ্ছে। যদিও, বড় এমএফআইগুলোর জন্য এটি কোনও বড় সমস্যা নাও হতে পারে; তবে ছোট এবং মাঝারি এমএফআইগুলোর টিকে থাকার জন্য এটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে আরো ব্যয় সাশ্রয়ী কিভাবে হওয়া যায় সে বিষয়গুলো বিবেচনা করে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে এমএফআইগুলোর জন্য।

- অতীতে, বাংলাদেশের এমএফআইগুলি সঙ্কটের সময় তাদের সক্ষমতা একাধিকবার প্রমাণ করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে, ঋণ পরিশোধের হার তুলনামূলকভাবে দ্রুত (কয়েক মাসের মধ্যেই) পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। এটি আশা করা যেতে পারে যে, বর্তমান সংকটের সময়ও তা ঘটতে পারে। সুতরাং, কয়েক মাসের জন্য নতুন ঋণ বিতরণকে যথাসম্ভব কমিয়ে এনে তহবিল চাহিদা সীমাবদ্ধ করা এমএফআইগুলোর জন্য করোনা দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য কৌশলী এবং নতুন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভাল ব্যবস্থা হতে পারে।

- এমএফআইগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল মহামারীর পরে তাদের কার্যক্রমের টেকসইতা সুরক্ষা করা। তবে বর্তমান করোনাভাইরাস সংকটের জন্য, সঙ্কটের পরিমাণ এবং সময়কালের উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য ১২ থেকে ১৮

মাস সময় হয়তো লাগতে পারে, যা পুরোটাই কিন্তু অনিশ্চিত। সংক্রমণের তীব্রতা কমে গেলে এবং এমএফআই এর মাঠকর্মীরা অবাধে চলাচল করতে পারলে দ্রুততার সাথে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবার জন্য এখনই কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

- অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র-অর্থায়ন গ্রহীতারা সাধারণত তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পুনরুদ্ধারে বেশ দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। এমএফআইগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ পোর্টফোলিও (PAR) সাধারণতঃ পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরে ২-৩ কোয়ার্টারের মধ্যে হ্রাস পায়। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে হয়ত এমএফআইগুলোকে কিছু কু-ঋণ এর মুখোমুখি হতে হবে, ঋণের চাহিদা বেড়ে গেলে (যেহেতু গ্রাহকদের তাদের ব্যবসা পুনঃস্থাপনের জন্য তারল্যের প্রয়োজন) এই লোকসানের ক্ষতিপূরণ করা খুব একটা কষ্টকর হবে না।

- কিছু ঋণগ্রহীতাদের অবশ্য ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে, যার জন্য ঋণ পরিশোধের সময়কাল কিছুটা বাড়ানো প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য কিস্তিগুলো কিছুটা নমনীয় করা যেতে পারে। তবে, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা যায় যে, বেশিরভাগ বকেয়া ঋণ এমএফআইগুলোতে ফিরে আসবে। এমএফআইগুলো ইতিমধ্যে গ্রাহকদের আর্থিক তারল্যের চাপের সাথে মোকাবিলার কার্যকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে তাদের কৌশল নির্ধারণ করতে সহায়তা করবে।

- করোনাভাইরাস থেকে সংক্রমণের আশঙ্কা নিঃসন্দেহে এমএফআইগুলোর অপারেশনাল কর্মীদের মনোবল এবং কাজের দক্ষতায় বেশ প্রভাব ফেলেছে। এই মানসিক শঙ্কাকে দূর করার জন্য এমএফআইগুলোকে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন স্বাস্থ্য নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ করা, স্বাস্থ্য বীমা অথবা অন্যান্য সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া উচিত হবে।

- মাঠকর্মীদেরকেও তাদের নিজ নিজ কর্ম এলাকায় মহামারীটির অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। সিনিয়রদের মাঠের কর্মীদের গাইড করতে হবে এবং তাদের সাথে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কৌশল নির্ধারণের জন্য মাঠ স্তর থেকে প্রতিক্রিয়াগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুততার সাথে আদান প্রদানের ব্যবস্থা যথেষ্ট কার্যকর হবে। মাঠকর্মীদের কোভিড -১৯ পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে কার্যকর যোগাযোগকারী এবং তাদের সদস্যদের কাছে রোল মডেল হিসাবে গণ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ যথেষ্ট সুফল আনতে পারে। কর্মীদের নিজের সুরক্ষার পাশাপাশি গ্রাহকদের কাছে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো তুলে ধরার ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে অধিক ভূমিকা রাখবে।

- অতীতে, বাংলাদেশের এমএফআইগুলো অনেক চ্যালেঞ্জ এবং সংকট এর সম্মুখীন হয়েছে। পরবর্তীতে এমএফআইগুলো কিন্তু আরও শক্তিশালী হয়ে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। কোনও সন্দেহ নেই যে, কোভিড-১৯ ক্ষুদ্র-অর্থায়ন খাতের জন্য একটি গুরুতর সংকট। তবে, অতীতের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে এই খাত সফলতার সাথে সংকটের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা এবং দক্ষতা অর্জন করেছে। নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো করোনা পরবর্তী সময়ে আরও দক্ষতার সাথে সারা বাংলাদেশে তাদের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত সদস্যদের প্রয়োজনীয় এই সেবা প্রদানের অতীত সাফল্যকে আরও উজ্জ্বলতর করতে সক্ষম হবে।

ইন্সটিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আঁগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
আইএনএম ট্রেনিং সেন্টার, বাড়ী# ৩০, রোড# ০৩, ব্লক# সি, মনসুরাবাদ আর/এ, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮০-০২-৮১৮১০৬৬, ৮১৯০২২৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-০২-৫৮১৫৫২৬
ইমেইল: info@inm.org.bd, ওয়েব: www.inm.org.bd